



## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ বাংলাদেশ দূতাবাস, মস্কোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ উদযাপিত।

১৭ মার্চ ২০২৪:

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষে মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে। দিবসটি উপলক্ষে ১০ই মার্চ দূতাবাসে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সী শিশুরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে রাশিয়ায় অধ্যয়নরত গ্রেড-১১ ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

১৭ মার্চ মূল অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে দিনের প্রথম প্রহরে দূতাবাস প্রাঙ্গণে রাশিয়ান ফেডারেশনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব কামরুল আহসান দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপরে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শাহাদৎবরণকারী সদস্যদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

সন্ধ্যার কর্মসূচীর শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। অতঃপর রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ মিলনায়তনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। আমন্ত্রিত অতিথীবৃন্দরাও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাণী পর্যায়ক্রমে পাঠ করে শোনানো হয়। বাণী পাঠ শেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ এর উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর চিত্রাঙ্কন ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারীদেরকে পুরস্কার ও সনদ প্রদান করেন রাষ্ট্রদূত।

মূল আলোচনা সভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও পরবর্তীতে সদ্য স্বাধীন দেশকে স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্গঠনে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা তুলে ধরেন।

সভাপতির বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ইতিহাসের এই মহানায়কের সংগ্রামী জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার কাজে আজকের শিশুরাই আগামীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিশুদের যোগ্য ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের বহুমুখী উদ্যোগের কথা তিনি উল্লেখ করেন এবং একই সাথে স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট জনগোষ্ঠী তৈরীতে রাষ্ট্রের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতন ভূমিকা পালনের জন্য আহ্বান জানান।

পরিশেষে জাতির জনকের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রদূত অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশু-কিশোরদের নিয়ে কেক কাটেন। অতঃপর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ও উপস্থিত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

